দৈনিক খবর

10

তারিখ 26 FEB 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

২৬

ভর্তি সমস্যা বনাম ডাবল শিফট

■ কে এস আলী ■

জানুয়ারী মাসের শুরু থেকেই স্কুলসমূহে বিশেষতঃ শহর এলাকায় ছাত্র ভর্তির ব্যাপারটি অভিভাবক এবং শিক্ষকদের মধ্যে এক টানা–হেঁচড়ার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। সরকারী স্কুলের সংখ্যা সীমিত, জনসংখ্যার চাপ বিস্ফোরিত। ছাত্র সংখ্যা ২০ বছর আগের তুলনায় পায় তিনগুণ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষ শিক্ষার প্রতি আগ্রহান্বিত হয়েছে। শিক্ষা সকলের জন্য প্রয়োজন বলে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে স্বীকৃতি পেয়েছে। সকলেরই খেয়াল সন্তানকে সুশিক্ষা দিতে হবে এবং তাই ভাল স্কুলে ভর্তি করতে হবে। ফলশ্রুতিতে ভর্তির চাপটা বেশীরভাগই পড়ে সরকারী স্কুলের উপর। জনসংখ্যার চাপ, সরকারী স্কুলে পড়ার সখ এই দুইটি কারণে সরকারী স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সীমিত সম্পদের কারণে আলাদা প্রতিষ্ঠান গড়ার পরিবর্তে সরকার সাময়িকভাবে পুরাতন জেলা শহরের সরকারী স্কুলগুলোতে ডাবল শিফট চালু করার সিদ্ধান্তনিয়েছেন।

আমাদের শিক্ষাদান পদ্ধতি পাশ্চাত্যের উন্নত দেশসমূহ থেকে খানিকটা আলাদা। আমাদের ছাত্র/ছাত্রীদিগকে অধুনা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই গৃহশিক্ষকদের উপর নির্ভর করতে হয়। এর বহুবিধ কারণ রয়েছে। যার প্রায় সবগুলোই অভিভাবক এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জানা। গৃহশিক্ষকদের প্রাদুর্ভাব যতই বাড়ছে ছাত্ররা ততই শ্রেণীকক্ষে বেশী অমনোযোগী হচ্ছে। কারণ বিত্তবান পিতা–মাতার সন্তানরা বাড়ীতে গৃহশিক্ষক শিক্ষাকেই বেশী গুরুত্ব দেয়, সুতরাং শ্রেণীকক্ষে বেশী যত্নশীল না হলেও চলে। শিক্ষকরাও অনেক ক্ষেত্রে ছাত্রদের কারণে শ্রেণীকক্ষে তার উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন, ফলে যা হবার তাই গৃহশিক্ষকতার প্রাদুর্ভাব থেকে ছাত্রদিকে মুক্ত করার জন্য ১৯৭৪ সন হতে সরকারী আদেশ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জারি করা হচ্ছে। কিন্তু ফলোদয় হচ্ছে না। আসলে আইন করে তা বন্ধ করা যাবে না। বন্ধ করতে হলে পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। সে জন্য চাই শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার্থীদেরকে অধিক সময় ধরে রাখা। ক্লাশ ঘন্টা বাড়ানো, যাতে করে ক্লাশের পাঠ ক্লাশেই ছাত্রদেরকে বুঝিয়ে দিয়ে ক্লাশে আদায় করা যায়। বিদ্যালয়ের কার্যকাল সকাল ৭–

অপরের দ্বারগ্রস্ত হওয়া থেকে, শিক্ষাঙ্গন বাঁচবে জটিলতা থেকে।

বর্তমানে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডাবল শিফ্‌ট চালু হলে বিদ্যালয়ে ছেলে–মেয়েদের ভর্তি সম্যসা সমাধান হতে পারে কিন্তু দু'টি কঠিন সমস্যা জন্ম নিবে। প্রথম সমস্যা হলো বিদ্যালয়ে প্রতিটি বিষয়ের জন্য ৩০ থেকে ৩৫ মিনিট যে সময়টুকু পাওয়া যাবে তা শিক্ষার্থীদের কোন কাজেই আসবে না। ছাত্র–ছাত্রীদিগকে সম্পূর্ণরূপে গৃহশিক্ষকদের উপর নির্ভর করতে হবে। দ্বিতীয় সমস্যা হবে মর্নিং শিফ্‌টে স্কুলগামী ছাত্ররা দুপুর ১২টা হতে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত এবং দিবাভাগের ছাত্ররা সকাল ৯টা থেকে ১২টা পর্যন্ত প্রচুর নাগালবিহীন সময়ে বিপদগামী হওয়ার সুযোগ পাবে। তৃতীয়তঃ বর্তমানে বাড়ীতে যে ছাত্র ৮ ঘন্টা পড়ার সুযোগ পায়, সে বাড়ীতে পাবে মাত্র ৫ ঘন্টা। এটা সকলেরই জানা সকাল ৯টার পরে কোন বাবা–মাই ছেলে–মেয়েদের

করতে পারলে ছাত্রদের বাড়ীতে গিয়ে গৃহশিক্ষকদের উপর নির্ভর করতে হবে না। এ ব্যবস্থায় প্রতি বিষয়ের জন্য শ্রেণীকক্ষে ১ ঘন্টা সময় পাওয়া যাবে। সীমিতসংখ্যক ছাত্রের কক্ষে এই সময়ই সকল ছাত্রকে পড়া শিখিয়ে দেয়া সম্ভব। ফলে অভিভাবকদের উপর গৃহশিক্ষকদের জন্য বাড়তি করের বোঝা লাঘব হবে। ছাত্ররাও উপকৃত হবে। এর জন্য প্রয়োজন হবে শিক্ষকদের বেতন বর্তমানে কর্মঘন্টার হার অনুযায়ী বৃদ্ধি

উপর নজর রাখতে পারেন না। যে ছাত্র ১২টা থেকে ৫–৩০ মিনিট পর্যন্ত স্কুল করে আসবে সে কোন অবস্থাতেই ৮টার পূর্বে পড়ার টেবিলে বসতে পারবে না। ভর্তি সমস্যার সমাধান করতে হলে ডাবল শিফ্‌ট এবং স্কুলগুলোতে বাড়তি ১টি করে সেকশন খুলে দিলেই একটি বাড়তি স্কুলের সুবিধা পাওয়া যাবে। এজন্য বাড়তি কিছু রুম বা ঘরের প্রয়োজন। আর্থিক খরচ কিছু বাড়বে কিন্তু সেটা জাতীয় প্রয়োজন মিটানোর তাগিদে তেমন বড় কিছু হবে না। ডাবল শিফট করে ছাত্রদের বসাবার সুযোগ বাড়বে কিন্তু শিক্ষার মান বাড়বে কি–না ভেবে দেখার দরকার আছে। স্কুলকে সরকারী করলেই যে শিক্ষার মান বাড়ে না তা পরীক্ষিত। তেমনি ছাত্রকে সরকারী স্কুলে ভর্তি করলেই কিন্তু ছাত্রের মান বাড়বে না যদি না তাকে সুষ্ঠু সঠিক শিক্ষাদান করা যায়।